ভাতের হাড়ি উঠল শিকেয়
হাহাকার আজ চতুর্দিকে

খেয়ে পরে বাঁচতে চাই—খাদ্য চাই! খাদ্য চাই!

৸০

লেখক—
জয়ার সংগ্রামী শ্রমিক
শ্রীকুমার পাউক।

(মূল্য) বাঁচার তহবিলে "দশপয়সা" দিন।

বঙ্গ—রঙ্গ

কোন দেশেতে রঙ্গ এত
সকল দেশের চাইতে প্রবল
কোন দেশেরই মানুষ গুলো
ভেজাল খেয়ে বড়ই কোমল,
কোথায় আজি হয়না ফসল
মুখের বুলি ফোটেরে,
আধ পেটা চাল হপ্তা ভরে
ভাগ্যে কোথায় জোটেরে
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ
রঙ্গ ভরা বঙ্গ রে !
কোথায় চলে ফাটকাবাজী
মুনাফা খোর পিছে পিছে
সব জিনিষে ভেজাল চলে
এমন দেশ আর কেথায় আছে
কোথায় জীবন কাটে অম্বলে
আর নিত্য চোঁয়া ঢেকুড়ে
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ
রঙ্গ ভরা বঙ্গ রে !
কোথায় মেলে উড়িষ্যা ফাইন
ধান কাঁকড়ে ভর্ত্তি তুষে
কোন দেশেতে সবই মেলে
টাকা দিয়ে গোপন ঘুষে,
ডাণ্ডীরাম আর ঝুন ঝুন ওয়ালার
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে !
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ
রঙ্গ ভরা বঙ্গ রে !

কোথায় মন্ত্রী হল অজয় বাবু
জ্যোতি বোস আর সুশীল ধারা
খাদ্য মন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ
ভেবে ভেবে হচ্ছে সারা
কোথায় প্রতিদিনই চাল ডালের দাম
আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে রে !
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ
রঙ্গ ভরা বঙ্গ রে !
কোথায় আজি জোতদারেরা
মজুতদারী করছে সুখে
কোন দেশেরই মানুষ গুলো
অন্নাভাবে মরছে দুঃখে
কোথায় নিত্য ডেপুটেশন
মিছিল মিটিং চলছে রে
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ
রঙ্গ ভরা বঙ্গ রে !

চাল নাই

ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে চাল নেই ওরে ফেনটুকু জোটে নাহিরে
সাড়ে চার টাকা প্রতি কিলো চাল ব্ল্যাকে পাওয়া যায় বাহিরে
চালাইছে রাজ যুক্ত ফ্রন্টে
কিছু কিছু দাবী মিলিতেছে বটে
সকলেই জানে পট নাহি মানে খাদ্যটা পুরো চাহিরে।
সাড়ে চার টাকা প্রতি কিলো চাল ব্ল্যাকে পাওয়াযায় বাহিরে।
ওই দলে দলে রাজপথে চলে হাজারো মানুষ মিছিলে
হাত উচায়ে খাদ্যের দাবী করিতেছে আজ সকলে।

উড়িষ্যা ফাইন মিলিছে রেশনে
তাও আধপেটা চলিবে কেমনে ?
ছেলে মেয়ে গুলো কেঁদে কেঁদে সারা আধ পেটা খায় সকালে
ধানে ও কাঁকরে মুখে দেওয়া ভার উড়িষ্যা ফাইন তা বলে।
এইত সেদিন কৃষ্ণনগর আর বাহুরিয়ার জনগন
খাদ্যের তরে কি ভীষন তারা করেছে আন্দোলন
সেদিন খাদ্য না দিয়ে কলা দিল যারা
গদীতে আজ আর কেহ নাই তারা
জেগে ওঠে যত মজুত দারেরা চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহরে
চার টাকা করে প্রতি কিলো চাল ব্লাকে পাওয়া যায় বাহিরে।
কালো বাজারের স্রোতে ভেসে যাই কুল তার নাহি পাইবে,
মাইনের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে ট্যাকে টাকা আর নাই রে!
প্রতি সপ্তাহে যা পাই রেশন
তাই খেয়ে কি বাঁচে এ নেশন
আমাদের নেই খাওয়ার ফ্যাশন, পেট ভরা সেটা চাহিরে
তাই হয়ে নিরুপায় খুজে মরি হায়—চাল মেলে কোথা বাহিরে।

ম্যাস্কল আসান কর!

এখন খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা সমস্যা ভীষন
চালের কিলো চার টাকা কি করি এখন ?
চিড়ে মুড়ি ছাতু তারও দাম গেল বেড়ে
একশো টাকা মাইনে পেয়ে বাঁচি কেমন করে ?
ভেতো বাঙ্গালী বলে ও ভাই গাল দিওনা আর
দুটো বেলা আটার রুটি তাও জোটানো ভার।
বাঁচতে হলে জিনিষ পত্রের দাও কমিয়ে দাম
ম্স্কিল আসান কর জগ জীবন রাম।
বাংলা দেশে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার গঠন হল,
সাথে সাথে সব জিনিষেরদর কমে গেল।

ধীরে ধীরে মজুতদারের দূরে গেল ভয়
দেখল তারা সারা দেশের এরাই কর্ত্তা নয়।
উপরথেকে কলকাঠি নাড়ছে বসে যারা—
এখনও এই সারা দেশের মালিক আছে তারা।
পুরোপুরি তাইতো এদের নেইক কোনো দোষ
মুস্কিল আসান কর শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ।
এখন শুনি গ্রামে গ্রামে রান্না ঘরের হাড়ী
ক্ষুধার জ্বালায় ভাত শুদ্ধ মানুষ করে চুরি।
এখন কেহই থাকতে চায় না মাছে দুধে ভাতে
দুটো বেলা যা হোক কিছু চায় সকলে খেতে,
পেটের জ্বালায় উঠল শিকেয় ছেলের লেখা পড়া
মুস্কিল আসান কর তুমি গো ইন্দিরা।
সারা দেশে দেখি আজি কারখানা আর কলে
মালিকরা সব লে অফ করছে শ্রমিক দলে দলে
কাজ নেই বলে বসিয়ে দিয়ে মারছে তাদের রুজী
তাই বলে কি তাদের কারো কমছে নিজের পুঁজি ?
কেউ কেউ আবার লক আউট করিয়া, ঘোষণা
রুটি রুজীর উপরে দিচ্ছে সোজাসুজি হানা
এই দুর্দিনে আমারা এর প্রতিকার চাই,
মুস্কিল আসান কর মোরারজী দেশাই।
মন্ত্রী হয়ে ধান চালের কর্ডন শিথিল করে
মজুতদারদের শুভ বুদ্ধির উপর দিল ছেড়ে।
ওদের কভু হৃদয়ের কি পরিবর্ত্তন হয় ?
এ কথাটা জানা ছিল সকলের নিশ্চয়।
এতেই হল মজুতদারদের পোয়া বারো তেরো
অপার দয়ায় মজুত তারা করল খাদ্য আরও।
বলি খাদ্য মন্ত্রী তোমার কাছেই আর্জি পেশ করি
এসব কাণ্ড ঘটছে কেন জবাব দাওনা তারই ।

তা যদি না পারো তবে বলার কিছু নাই
মুস্কিল আসান কর তাড়াতাড়ি ভাই।
খোলা বাজারে ধান চালের দর বেধে দিয়েও দেশে
এককিলো চাল চার টাকাতে কিনতে হচ্ছে শেষে।
নক্সাল বাড়ি গাড়ি গাড়ী পুলিশকে পাঠাও
ন্যার্য্য দরে (চাল) বেচিবারে পুলিশ নাহি পাও;
নক্সাল বাড়ি ঠাণ্ডা করতে লাগলে উঠে পরে
মজুতদারদের ঠাণ্ডা করবে আর কতদিন ধরে ?
দেখে শুনে অবাক লাগে, হায়রে তোব তোবা!
মুস্কিল আসান কর অজয় মন্ত্রী সভা।
সংসারে আর কাব্য নেই আছে শুধু পেটে ছুটো খাওয়া
সারাটা মাসের শেষে দেড়শো টাকা হাতে করে পাওয়া
সব সাধ ঘুচে গেছে আজ আর সাধ্য কিছু নাই
অন্নের চিন্তাই সার কিসে ছুটো পেটে খেতে পাই।
চাল ডাল তেল লবণ লঙ্কার চাহিদা মেটাতে সর্বস্বান্ত
টাকার জন্য এখানে ওখানে সারাদিন হেটে হয়েছি ক্লান্ত।
মিছিল চলছে বিরাট মিছিল সামনে পেছনে ঝাণ্ডা ওড়ে
আমাদের দাবী মানতে হবে চিৎকার শুনি এ দেশ জুড়ে।
ভুখা মানুষেরা পথ পায় নাক রেলের লাইনে বসিয়া পরে
আর কিছু তারা পায় নাকো শেষে রেলগাড়ী ধরে আটক ক
এতে সকলের ক্ষতি কহি তব প্রতি রেলকে আটক ক'রোনা
এস ঝাণ্ডা ধরিয়া মিছিল করিয়া দাবী তুলি মোরা খাদ্য চাই।

দীক্ষা দান

স্থান কংস ভবন। প্রতাপ, উৎফুল্ল, করবী মুখার্জী, রায়, শৈলেন, জগাই প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। দণ্ডায়মান হইয়া নাথ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

নগেন্দ্র,—ভক্তগণ! সময় আমাদের আগত। দেশে আজ ও খাদ্যাভাব নদীয়া শান্তিপুর তথা সমগ্র দেশের মানুষ আজ দাও! অন্ন দাও! বলিয়া চিৎকার করিতেছে। দেশবাসী তন ধর্ম অর্থাৎ আমাদের বর্জন করিয়াছে। পরিবর্ত্তে নানান কে একত্র করিয়া এক খিচুরী সরকার গঠন করিয়াছে।

(হঠাৎ একজন উঠে প্রতিবাদ করল)

জনৈক,—"খিচুরী সরকার" কথাটা উইথড্র করুন। জনগণের ার বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে গোলমাল সুরু হয়ে গেল। হুলুস্থুলু কাণ্ড? ধর শ্লা-কে ধর শ্লা-কে বলে কয়েকজন এগিয়ে এসে লোকটাকে বের করে দিল। শোনা গেল একজন বলছে "শ্লা এখানেও খাপ খুলতে এসেছে শ্লা। প্রশ্ন শোনা গেল; কে লোকটা? এত সাহস!

নগেন,—আপনারা শান্ত হোন—বসুন। কি সাংঘাতিক একবায় ন। এখানেও ঢু মেরেছে। লোকটা নিশ্চয় "বাম" হবে। শৈলেন—এদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। এরাই সারা চাল ধরে বেড়াচ্ছে।

নগেন—লোকটা ভেবেছিল কে আমরা লাল সেলাম জানাব। বৃন্দ! আমরা লাল ভক্তদের বরদাস্ত করব না। এদের উৎখাত কে সকলকে নিয়ে আমরা সরকার গঠন করব। সরকারে আমরা থাকলেও এদের কিন্তু থাকতে দেব না। বর্ত্তমান সরকারের আমরা ন ঘটাবই। তার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। কয়েকজন ওদের ত্যাগ করে আমাদেব মতে দীক্ষা নেবেন। আরও আসবেন া আছে আসুন আমরা প্রথমে দলত্যাগীদের দীক্ষা দান করি।

এমন সময় বোমচারী সমেত কয়েকজন প্রবেশ করিলেন। "ভক্তরা সকলেই, "জয় নবাগত ভক্তবৃন্দের জয়" বলিয়া অভিবাদন জানাইলেন।

নগেন,—আসুন, আসুন! আপনাদের দীক্ষা দান করি। ঐ যে দেয়ালে একটা ছবি দেখছেন, অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তি দুই ভ্রু যুগলের কেন্দ্রে উনি থাকেন। করজোড়ে ওই কেন্দ্রের উপর নজর রেখে বলুন! অকালে মাসে নজ্র ল বাড়ি পক্ষে জনগণ হিতৌ দুর্ভিক্ষাবস্থা সনাতন ধর্ম গ্রহণম্ করিষ্যামি। পুনরায় কেন্দ্রের দিকে নজর রেখে বলুন; ভদ্রলোকৈ খায় নিত্যং চাল গমে কম কমঃ প্রাণ-প্রান্তে প্রাণান্ত ব্ল্যাক স্থানেভ্য এবচ, এব স-থলি গমনায় ক্রতম্ য খাদ্য হীনং ভবেৎ। ভক্তগণ! এই যে মন্ত্র আজ আপনারা, এ মন্ত্র সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

(করবী মুখার্জী হুলুধ্বনি দিলেন দাঁড়িয়ে)

নগেন্দ্র—(করবীকে দেখে) কি সর্বনাশ! করবী তুমি লাল শাড়ী পরেছ? দেখতে পাচ্ছ না সারা দেশটাই লালে লাল হবার উপক্রম হয়েছে। রঙ বদল করবে।

ভক্তবৃন্দ! দেশের এই শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতিতে আমাদের কর্ত্তব্য আন্দোলন করা, আসুন আমরা এক প্রতিবাদ মিছিল বের করি।

(হন্তদন্তভাবে জনৈকের প্রবেশ)

জনৈক—আজ আর মিছিল বের করতে যাবেন না দেখে এলাম খাদ্যের দাবীতে ওরা নিজেরাই এক বিরাট মিছিল বের করেছে সামনে একজন মন্ত্রী হেঁটে চলেছেন।

শৈলেন—কি সাংঘাতিক, নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে মিছিল করছে? এখন উপায়।

নগেন—চিন্তার কিছু নেই ভক্তগণ, আমরাও আজ না হয় কাল মিছিল করব। আসুন তার পুর্বে আমরা সকলে সমবেত ভাবে প্রার্থনা করি।

প্রর্থনা— জয় জাগো জীবন জয় জাগো রাম
এক কিলো চাল আজ চার টাকা দাম।
জয় জাগো জীবন জয় জাগোরাম
বেড়ে যাক যাক বেড়ে জিনিষের দাম।

শ্রীরণজিত পাঠক কর্ত্তৃক ১নং গড়ফা মেইন রোড কলিঃ-৩২ হইতে প্রকাশিত ও ৮।৪এ, কাশী ঘোষ লেন, বর্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত